টুকরো সন্দেশ - ৪

ডালিয়া নিলুফার

(লেখাটি শ্রদ্ধেয় ড. কাইয়ুম পারভেজ এবং কবিতা পারভেজের ২৫তম বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদিত)

সংসার কি? এই কঠিন প্রশ্নের এক সাফ উত্তর পাওয়া গেল সূচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায়। জানালেন, সংসার হলো গিয়ে দড়ির উপর হাঁটা। বোঝাই যাচ্ছে, এই দড়ির উপর দিয়ে যারা হাঁটবেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে, পা থেকে মাথা অব্দি।

কাইয়ুম পারভেজ এবং কবিতা পারভেজ। সেই দুই সাহসি। দুই সাবধানি। এবং দুই বিজয়ী বীর। যারা পঁচিশ বছরে একবারও পড়ে না যেয়ে সার্থক হেঁটে আসলেন এতটা পথ। আর জিতে নিলেন, বিবাহিত জীবনের ২৫তম রজত শুভ্র পদক। সেই বাহবা দিতেই আমরা কয়েকজন জড় হয়েছিলাম এই দুই বিজয়ী বীরের বাড়িতে। সাধারণতঃ বাঙ্গালী বাড়িতে যা হয়। বিস্তর খানা-পিনা। এখানেও তাই। যথাযোগ্য আতিথেয়তা। অতঃপর গানের আসর। নির্ভেজাল স্মৃতির আসর।

পারভেজ ভাই, যিনি ইহ জনমে "বিহা" করতে চান নাই, স্মৃতি উদল করে তিনিই দেখালেন সেই আনন্দ ময় "বিহা" কি করে ঘটলো তার জীবনে। উপরন্তু দিব্যি তুষ্ট, এখনও পর্যন্ত। এই গুনী শিক্ষক বরাবরই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ডিগ্রী কিংবা বিলেত দর্শণ কোনটিই বাদ যায় নি। বাদ যায় নি কবিতা, গান কিংবা রাজনীতির মত তেলে ঘুটো জিনিষও। সব মিলিয়ে কেড়ে নেবের মত "পাত্র"। ওদিকে শান্তিনিকেতনের পড়ুয়া কবিতা যোগ্য যায়গায় মানুষ হয়েছেন। তারই সরস উক্তিতে জানা গেল - সংসারের ক্ষোভ, ত্যাগ, আবেগ, অভিযোগ এবং সবার আগে ভালবাসা, সব নিয়ে পাঞ্জা লড়েছেন। কিন্তু হাত ছাড়েননি একবারও। প্রতিপক্ষেরে দিয়েছেন বিণয় এবং মূল্য, হাসিমুখে। আজকাল আমরা যা কেউ কাউকে দিতে চাই না। আপন হলেও। সব মিলিয়ে রসময় স্মৃতির প্লাবন ঘটে গেল। ভাবি, ভালবাসা কত অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলে! কত সহজে!

আসর জমে গেল মোমের মত। দুই জোড়া গুনী মা ও মেয়ে নজর এড়ালোনা কারো। মা অমিয়া এবং মেয়ে অড়নী মতিন, সুখশ্রাব্য সঙ্গীতে। ওপাশে কবি মাহমুদা রুনু এবং মেয়ে প্রিয়েতা। চিত্ত যে নৃত্যরসে করিল উথল! অসাধারণ গায়কী নিয়ে জন্মেছে উজ্জল, স্বীকার করি। তার প্রাণস্পর্শকর সেই স্বরের সঙ্গে জুটে গেল আরো দুই মাহারথী। দুই গুনী। মিহির এবং সোহেল। তবলা আর গিটার জোট বেঁধে দেখালো কি সহজাত গুন! এবং সব শেষে সালেকিন ভাই। যার গান শুনে প্রতিবারই মনে হয়েছে, আহা! আর দুটো শুনলে তৃপ্তি পেতাম। কিন্তু সেই তৃপ্তি এই দাপুটে গাইয়ে কোনদিনই ঘটতে দেবেন বলে মনে হয় না। তখন মধ্যরাত। আসর ভাঙ্গল। অনিচ্ছেতেই। কোন কোন সময় টুকরো কথা, টুকরো স্মৃতি মনে থাকে দীর্ঘ কাল। এও সেইরকম।